যুগান্তর

তারিখ . 27 NOV 2016
পৃষ্ঠা … কলাম …

ঢাবি ছাত্রলীগের হল কমিটি

পদের দৌড়ে অপরাধীরা

১৮ হলে ৬২ গ্রুপ

মাহমুদুল হাসান নয়ন

- কমিটি ঘোষণায় বিলম্বের আশংকা
- নির্বাচনে নয়, নেতৃত্ব হবে মনোনয়নে

দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর গঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের বিভিন্ন হলের কমিটি। কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস রাজনীতি। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি চলছে পদপ্রত্যাশীদের লবিং-তদবির ও শোডাউন। এদের মধ্যে বড় একটি অংশ বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত। অন্যদিকে ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত না হলেও দলের দুঃসময়ে অন্য সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পদপ্রত্যাশী এমন অনেকের বিরুদ্ধেই এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে ৬২টি গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। আবার প্রতিটি গ্রুপেই এক বা একাধিক পদপ্রত্যাশী রয়েছে। এতে নেতৃত্ব নির্ধারণের সমীকরণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আজ রোববার সম্মেলন হলেও কমিটি গঠনে বিলম্বের আশংকা তৈরি হয়েছে। কমিটি গঠনে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় না গিয়ে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব আনা হবে বলে ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে নেতৃত্বে আনতেই এসব করা হচ্ছে। এর আগে ২০১৩ সালের ১ এপ্রিল ঢাবির ১২টি হলে কমিটি গঠন করে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, হল কমিটির মেয়াদ এক বছর হলেও দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর হল সম্মেলনের ঘোষণা এলো। এর মাধ্যমে গঠনতন্ত্রের সুস্পষ্ট লংঘন হয়েছে। অন্যদিকে সংগঠনটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হল সম্মেলনের ঘোষণায় জমে উঠেছে ছাত্রলীগের রাজনীতি।

পদের দৌড়ে অপরাধী ও বিতর্কিতরা : এবারের হল কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত, অতীতে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, অছাত্র এবং শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে বহিষ্কৃতরাও পদের জন্য লবিং-তদবির ও শোডাউন করছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছেন ফজলুল হক মুসলিম (এফএইচ) হলের প্রার্থী মাদক মামলার আসামি রাশেদ মাহমুদ। গত বছর জানুয়ারিতে নিজ কক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্যসহ তাকে আটক করা হয়। এ সময় পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে রাশেদের অনুসারীরা তাকে ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় শাহবাগ থানায় রাশেদ মাহমুদের নামে ২টি মামলা হয়। একটি মাদকের ও আরেকটি আসামি ছিনতাইয়ের। মামলা নং ৩৭ ও ৩৮। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্সের দিক থেকে হলের শীর্ষ পদপ্রত্যাশী।

সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হলের পদপ্রত্যাশী মিজানুর রহমান পিকুল, মেহেদী হাসান তাপস, আসিফ উদ্দিন আহমেদ, রাকিবুল ইসলাম ঐতিহ্য। ২০১৩ সালের ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ক্যাম্পাসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্যের সামনে চাঁদাবাজি করতে গেলে বাধা দেন সাংবাদিকরা। এ সময় পাঁচ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

পদের দৌড়ে অপরাধীরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় ২১ জনকে চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চিহ্নিতদের মধ্যে ১১ জনকে বহিষ্কার করে শাখা ছাত্রলীগ। তাদের মধ্যে এরাও ছিলেন। পলাশীতে চাঁদাবাজি এবং হলে ফাও খাওয়ার অভিযোগ রয়েছে এদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের পদপ্রত্যাশী হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ উদ্দীন খান। ২০১৪ সালের ১৪ এপ্রিল হলে আবাসিক সিট দেয়াকে কেন্দ্র করে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ইরফান এইচ সায়েমকে মারধর করেন তিনি। তিনি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইনের অনুসারী। ২০১৫ সালের ১১ জুন জিয়া হলের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে উপ-আইনবিষয়ক সম্পাদকের পদ নেন শেখ সাগর আহমেদ। তিনি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগের দিক থেকে শাখা ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী। রেজিস্ট্রার ভবন সূত্রে জানা গেছে, অমর একুশে হলের পদপ্রত্যাশী এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২০১০-১১ সেশনের শিক্ষার্থী তাসফিক আহমেদ লিমন এবং একই সেশনের অন্য এক প্রার্থীর ছাত্রত্ব নেই। ছাত্রত্ব নেই জগন্নাথ হলের ২০০৯-১০ সেশনের শিক্ষার্থী শান্ত ধরের। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। শান্ত ঢাবি ছাত্রলীগ সভাপতি আবিদ আল হাসানের দিক থেকে পদপ্রত্যাশী।

ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগের দিক থেকে জগন্নাথ হলের পদপ্রার্থী হল শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি উৎপল বিশ্বাস এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল সরকার। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ১০টার দিকে জগন্নাথ হলের নর্থ ভবনে ক্যান্টিনের কর্মচারীদের মারধর করেন ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী। এতে বাধা দিলে ছাত্র ফ্রন্ট নেতাদের ওপর হামলা করে তারা। হামলায় ছাত্র ফ্রন্টের দুই নেতা গুরুতর আহত হন। মাস্টার দা সূর্যসেন হলের প্রার্থী গোলাম সারওয়ার এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রার্থী সোহানুর রহমান সোহানের বিরুদ্ধে নিউমার্কেট থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা রয়েছে। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির উপগ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক সাগর হোসাইন সোহাগকে তিনি নীলক্ষেতে মারধর করেন। এ ঘটনায় সোহাগ বাদী হয়ে ৯ জানুয়ারি নিউমার্কেট থানায় মামলাটি করেন। এতে এই দু'জনকে আসামি করা হয়। মামলা নং-৩। তারাও পদপ্রত্যাশীদের তালিকায় রয়েছেন।

পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন হলের আসিফ জেয়ার্দারের বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষে জড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগের দিক থেকে বিজয় একাত্তর হলের পদপ্রত্যাশী রাজিবুল হাসান তারিফ জাসদ ছাত্রলীগ ঢাবি শাখার বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনিও রয়েছেন পদপ্রত্যাশীদের তালিকায়। ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের সময় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এফ রহমান হলের প্রার্থী শেখ নাজমুল আহমেদ ও মো. শাহরিয়ার। পরে সরকার গঠন হলে তারা হলের বর্ধিত কমিটিতে পদ নেন। এছাড়া একুশে হলের পদপ্রত্যাশীর মধ্য থেকে দু'জনের মাদক ও ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির সংশ্লিষ্টতা, শহীদুল্লাহ হলের তিনজনের বিরুদ্ধে হলে ছাত্রদলের সঙ্গে সমঝোতা করে চলা এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজি, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হলের এক প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ও অন্য একজনের বিরুদ্ধে ছাত্রদল করা, স্যার এএফ রহমান হলের একজনের বিরুদ্ধে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ানো, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের দু'জনের বিরুদ্ধে সংগঠনের দুঃসময়ে পাশে না থাকা, সূর্যসেন হলের একজনের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা, দু'জনের বিরুদ্ধে ফাও খাওয়ার অভিযোগ, বঙ্গবন্ধু হলের একজনের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের এক কর্মীকে হলে তোলা, পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন হলের একজনের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ রয়েছে।

কমিটির বিষয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ যুগান্তরকে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী, ত্যাগী এবং বিতর্কের উর্ধ্বে যারা তাদেরই কমিটিতে আনা হবে। সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন বলেন, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠনে কোনো অপরাধীর ঠাঁই হবে না। ঢাবি ছাত্রলীগ সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, কমিটি গঠনে ত্যাগীদের সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা হবে। ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্স বলেন, সম্মেলনের পরপরই কমিটি ঘোষণা হবে। বিতর্কিত কেউ আসবে না।